Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : V Issue : III, 15th June, 2016 আষাঢ়, ১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

আবির্ভাব - ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬
তিরোভাব - ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩

বেথুনের শাখা অফিস বাঁশদ্রোণীতে কাজী নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন ১১১নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য, মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী ও সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র।

১৯২৬ সেপ্টেম্বর, ৯ কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল এর জন্ম, ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক সংকট অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, এ সময় তিনি লেখেন, তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দারিদ্র', কবিতাটির প্রথম স্তবক নীচে উদ্বৃত্ত হলো। ১৯৩০ মে, ৭ / বা ৮ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে 'বুলবুল' এর মৃত্যু হয়।

"হে দারিদ্র তুমি মোরে ক'রেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টেয় সম্মান
কন্টক মুকুট শোভা - দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলম্ব দৃষ্টি, বানী ক্ষুরধার
বীণা মোর শাপে তব ইল তরবার।"

*** *** ***

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন

'ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে ১৮ই মার্চ আধুনিক সরঞ্জাম সহ একটি ফিজিও থেরাপী কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে এক্স-রে ইউনিট সহ প্যাথোলজীক্যাল সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতা ও দানে আশাকরি আমাদের এই ভান্ডার পূর্ণ হবে।

২৮ বৈশাখ (১১মে ২০১৬) রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২৮শে বৈশাখ ১৪২৩ (১১মে ২০১৬) বুধবার ৫.৩০ মিনিটে ' বিমল চ্যাটার্জী

অডিটোরিয়ামে' রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্মৃতিকুন্ডু, ডলি চক্রবর্তী, প্রেমা কর্মকার, জয়ন্ত ব্যানার্জী, সুপ্রিয়া ব্যানার্জী ও কাঞ্চন গুপ্তরায় এর সমবেত সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ডাঃ নর্মান বেথুনের আদর্শকে সামনে রেখে আমরা বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি। বয়স্ক শ্রমিক ও স্বল্প আয়ের লোকদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা গত ৮ জানুয়ারী ২০১৫, ৯০/১, পি.জি. এইচ. শা রোড, কলকাতা - ৯৫ ঠিকানায় ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছি। উক্ত ক্লিনিকে গত ১৮ মার্চ ২০১৬ একটি আধুনিক ফিজিওথেরাপি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ। এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার যাবতীয় খরচ ডোনেশান এর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাছাড়া এক্সরে ইউনিট সহ প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতা পেলে আশাকরি আমাদের লক্ষ্যপূরণে কোন অসুবিধা হবে না। আজ আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী পালনের আয়োজন করেছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক হরপ্রসাদ সমাদ্দর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। অধ্যাপক হরপ্রসাদ সমাদ্দার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপন উৎসব নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপন উৎসব নিয়ে আলোচনা করেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে গাছপালা বিশেষ ছিলনা, ছিল রুক্ষভাব। এর পরিবর্তন করা দরকার। তাই তাঁর অন্তরে স্ফুরিত শিক্ষা ভাবনাকে সার্থক রূপদানের নিমিত্তে সংকল্প যেমন গভীর তেমনি প্রকৃতির রুক্ষতাকে মুছে দিয়ে শ্যামল সজল তপোবনের প্রেক্ষাপট রচনার ইচ্ছাও ছিল প্রবল। তিনি অনুভব করেছিলেন অরণ্য নিধনের ক্ষতিকারক দিক, মরুগ্রাস ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সভ্যতার সংকটের দিকটি। তাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন সবুজায়ন ঘটিয়ে একটি সার্থক মরুদ্যান গড়ে তোলার কাজে ব্রতি হতে। রবীন্দ্রনাথের গাছপালার প্রতি ভালবাসা ও বিস্ময় খুব ছোটবেলা থেকেই বিদ্যমান ছিল। নানা উদাহরণ দিয়ে তিনি তা বুঝিয়ে দেন।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপন উৎসবাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বা ১৯২৫ সালে। তার আগে আশ্রম গঠনের কাজে নিরন্তর বৃক্ষরোপনের ধারা বজায় ছিল।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনে উত্তরায়ণে পঞ্চবটী বৃক্ষরোপন করা হয়। ঋতু উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বৃক্ষরোপনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৯২৮ সালের ১৪ই জুলাই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বৃক্ষরোপনের ধারা অব্যাহত। শুধু মাঝে একটি বছর রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণবর্ষে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে বৃক্ষরোপন উৎসব বন্ধ ছিল।

এরপর ধারাবাহিকভাবে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান হয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে।

আস্তে আস্তে বৃক্ষরোপনের ফলে তপোবনের আকার ধারন করে। অরণ্যনিধন ও মরুগ্রাসের হাত থেকে পৃথিবীকে পথ দেখানোর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বেথুন ইন্সটিটিউট যে ধরনের কাজকর্ম করে যাচ্ছে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ননা করেন। তাছাড়া আগামী দিনের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন। শিশু শিল্পী দেবাঙ্গী দাসের

সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয়। পরে সংগীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত ব্যানার্জী, দীপ্তি চক্রবর্তী, ডলি চক্রবর্তী, ডাঃ কৃষ্ণা হালদার, দীপালি রায়, সন্ধ্যা দে, শিউলী সাহা, শান্তনু ভট্টাচার্য। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত ব্যানার্জী, দীপ্তি চক্রবর্তী, শিউলী সাহা, ডলি চক্রবর্তী প্রমুখ এবং তাদের সংগত দেন হারমোনিয়ামে প্রভাতী খাস্তগীর, তবলায় তিলক রায় চৌধুরী ও শান্তনু তালুকদার এবং কিবোর্ডে শান্তি বিনোদ দাস। সমবেত সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৫শে মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২৫শে মে, ২০১৬ বুধবার বিকাল ৫.৩০ মিনিটে ৬৯ রায়নগর, বাঁশদ্রোনী অফিসে নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষেআয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ডলি চক্রবর্তীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন প্রবীণ ব্যক্তিদের আনন্দদানের লক্ষে আমরা বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। বেথুন ইন্সটিটিউট বর্তমানে যে সকল কাজকর্ম করে চলেছে তার কথা উল্লেখ করেন এবং বর্তমানে যে সকল পরিকল্পনা করা হয়েছে তাও বর্ণনা করেন। ৮ই জানুয়ারী ২০১৫, ৯০/১ প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড কলকাতা - ৯৫ (জয় কো-অপারেটিভের বাড়ী) স্থিত ঠিকানায় বেথুন ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে গত ১৮ই মার্চ ২০১৬ ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু হয়েছে। সম্পূর্ণ অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে একাজ করার পরিকল্পনা আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। প্রাথমিক ভাবে ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সংগ্রহ কৃত অর্থের পরিমান ১,৯১ লক্ষ টাকা। বর্তমানে এক্স-রে মেশিন বসানো সহ প্যাথোলজীক্যাল ক্লিনিক খোলার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই মহতী কাজের জন্য তিনি সকলকে ডোনেশন প্রদানের অনুরোধ করেন। সহ সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য কাজী নজরুলের জীবনের বাল্য বয়স থেকে প্রয়াত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তার আলোচনার মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় জানা যায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ১১১নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য কাজী নজরুলের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন শ্রমজীবি আন্দোলনের কবি নজরুলের জন্ম চুরুলিয়ায়। নিবারন বাবু নজরুলের শিক্ষক ছিলেন। তার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। পরবর্তী কালে কমঃ মুজাফর আহমেদ নজরুলের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেন। নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু তিনি খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। ১৯২৫ সালে 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয় এবং এরপর তাকে জেলে যেতে হয়। ১৯২৮ সালে সওগত প্রকাশিত হয়েছিল, ওয়াজেদ আলি, আবুল ফজল এর সাথে তিনিও জড়িত ছিলেন। স্বল্প পরিসরে তিনি শ্রমজীবি মানুষ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রতি নজরুলের ভালোবাসার কথা সভায় তুলে ধরেন। পরবর্তীতে শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী। পরবর্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি দীপ্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতি ডলি চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি অর্চনা ভাদুড়ী সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সবশেষে শ্রী স্নেহাংশু চাকদার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে বদভ্যাসগুলি আপনাকেরুগ্ন করে?

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রতশীল

আপনার কোন প্রেমিক আপনার হৃদয় দুয়ারে ঘা দিল। আপনি পুলকিত হতে থাকলেন। অনাবশ্যক এই সব প্রেম বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস আমার অদ্যকার এই নিবেদন।

১। আলস্যঃ মায়ের অত্যাধিক অপত্যস্নেহ, অঢেল পৈতৃক সম্পত্তি, দুর্বলা স্ত্রী ইত্যাদি নানাবিধ বাড়তি সুযোগ আলস্যের ক্ষেত্রে তৈরী করে দিলে সে-জমিতে অলস - বাবুবিলাসের কাহিনী সুপরিচিত।

২। ব্যায়াম না করাঃ প্রকৃতি আমাদের শৈশবকে খেলা-ধুলার জন্য নির্দিষ্ট করেছিল। শিশুর জীবনে খেলাধূলার সুযোগ এখন দ্রুত বিলীয়মান। কৈশোরের অবস্থাও তথৈবচ। যৌবনে কেউ কেউ কিছু হয়তো খেলে - অনেকেই সময় ও সুযোগ পায় না। প্রৌঢ়ত্বে বঙ্গজীবনে খেলাধূলা বা ব্যায়ামের চর্চা কোনো যুগেই চালু ছিল না - আজও নেই। বার্ধক্য নির্দিষ্ট এখনো রয়েছে পরলোকের প্রস্তুতিতে ধর্মের জন্য, কর্মের জন্য নয়।

৩। মদ্য পান যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ঃ সীমিত মদ্যপানের সপক্ষে বিদেশে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও এদেশে তেমন গবেষণা হয়নি।

৪। ধূমপান সর্বাধিক ক্ষতির কারণ। ধূমপায়ীর ক্ষতি তো হবেই, এমনকী তার ধারে কাছে যারা থাকে, তার অতি প্রিয় আত্মীয়জন- পুত্র-কন্যা প্রমুখ সবাই ক্ষতির শিকার হয়।

৫। অসুস্থ হলেও চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়া এবং / বা অনীহা, অথচ জীবনশৈলীর ব্যত্যয় ঘটিত অসুখ-বিসুখের প্রাবল্য ইদানীং দ্রুত বর্ধমান। তাই জীবনশৈলীর নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

শিক্ষার সেকাল একাল

ডাঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে শিক্ষার সেকাল একাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তপোবনে গুরুগৃহে ছাত্ররা গিয়ে লেখাপড়া শিখতো তার উল্লেখ করেছেন, সেখানে ছাত্ররা লেখাপড়ার সাথে সাথে গুরুসেবা করাকেও শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হত। ছাত্ররাই গুরুগৃহে থাকার সময়ে গুরুর আহার্যের বন্দোবস্ত নিজেরাই করতো। তপোবনে থেকে প্রকৃতির সাহচর্যে থেকে আনন্দ উপভোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথও সেই ভাবধারাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার মূল ভাবনাই স্থির করলেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে আনন্দ সহযোগে শিক্ষা লাভ করা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের জমিদার পরিবার থেকে ২০ বিঘা জমি নিয়েছিলেন ব্রহ্মবিদ্যা চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়বেন বলে। রবীন্দ্রনাথকে ভার দিলেন সেই বিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্যে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীরা যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশে আনন্দের সাথে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষায়তনটি পরিচালনা করতে শুরু করেন। তিনি শিক্ষকদেরও বললেন যে এখানে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সরে এসে নতুন ভাবধারা প্রয়োগ করে শিক্ষাকে অন্য ধারায় বহন করাতে হবে। তিনিও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু বেশিদিন সেখানে জড়িয়ে রাখতে পারেননি। ফলে বাড়িতেই তাঁর পিতা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ছোটবেলার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার নিরিখেই তিনি এগোতে চাইলেন।

তিনি বললেন, 'আত্মানং - বিদ্ধি' - নিজেকে জানো। নিজেকে জানাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তবে নিজেকে মানে নিজেকে আপন করে নেওয়া- নিজের কাছে, অন্যের কাছে। নিজেকে নিজের কাছে আপন করে নেওয়ার পূর্বপাঠ হল অপরকে আপন করে নেবার ভেতরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়ালে তবেই 'বুকের মাঝে বিশ্বলোকে' সাড়া

পাবার ইশারা মেলে। শিক্ষা হল এই আনন্দযজ্ঞে আপনাকে নিয়োগ, প্রয়োগ, উজ্জীবন ও উৎকর্ষায়নের আধার, আসলে হৃদয়বৃত্তির স্বঃস্ত্বাৎসারিত স্বপ্রকাশ মানবতা ক্ষেত্রে আনন্দ এক অবিচ্ছেদ্য, স্বাভাবিক ও সহজ ঘটনা। শিক্ষা এই স্বাভাবিকতা ও স্বতঃ প্রকাশ মানতার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেই আনন্দের অনন্ত আকাশ থেকে বঞ্চিত হওয়ারই সামিল। বলা বাহুল্য, আজকের দিনের শিক্ষা অনেকাংশে সেই বঞ্চনার শিক্ষা, ব্যর্থতার শিক্ষা, নিরানন্দ ময়তার পক্ষপাতী হতে চেয়েছিলেন,

রবীন্দ্রনাথ এই নিরানন্দময়তার শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। স্কুল পালানো নিরন্তর সৃষ্টিশীল এই অসাধারণ প্রতিভাস্রষ্টা ও সৃষ্টির সহস্যলোক উন্মোচনের প্রয়াসে আমৃত্যু আনন্দকেই দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব, হৃদয়ের গভীর সংবেদনশীলতা - বিশ্বাসী বলেই তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষা কর্মসূচীতে নবদিগন্তের সূচনা করেন। পুথিগত 'কোজো' শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিশ্বভারতীতে তিনি যে নতুন পরীক্ষা- নিরীক্ষার সূত্রপাত করেন তার মূল লক্ষ্যই ছিল তাঁর শিক্ষাভাবনায় শিক্ষার আনন্দের প্রতি গভীর প্রত্যয়। 'কবিতার বিচ্ছিন্ন পঙক্তির মতো' তাঁর বেদনাহত কৌশরের গভীর সত্তায় যে আনন্দের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তারই স্পন্দন ধ্বনিত হয় শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জ - শালবীথিতলে শিশুদের কলকণ্ঠে। শিক্ষার আনন্দকে আত্মস্থ করতে হলে হৃদয়কে ভরিয়ে তুলতে হবে প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্যে। 'কর্মের ্থায়িত্ব' শীর্ষক এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত প্রকাশ করেছেন " .... সেদিন আমার সংকল্প ছিল বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলাম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্য পরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম বলে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুশক্তি যোগাৎ রূপরস গন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলেছেন, তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলে মাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়; প্রকৃতির সৌন্দর্য ভান্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়ে অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রম বিদ্যালয়ের শুরু হল। এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।"

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। বর্ষা না এলেও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন সম্পন্ন। মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে এবং তাঁরা কাজও আরম্ভ করেছেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্যদের আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি সামাজিক সুরক্ষা ও প্রকল্পের উপর (বিশেষ করে শিশু মহিলা ও প্রবীণ মানুষদের জন্য) বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৩ জুন সারা বিশ্ব হারিয়েছে প্রখ্যাত মুষ্ঠি যোদ্ধা, তিন বারের বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ আলিকে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৮। ৫ই জুন আমরা হারালাম বিশ্ব শ্রী মনোহর আইচ কে। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৪ বৎসর। তিনি তাঁর দেহ ও চক্ষু দান করে গেলেন আর জি. কর হাসপাতালে। এঁদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

১৫ই জুন বিশ্ব প্রবীণ হেনস্থা প্রতিরোধ দিবস। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রবীণরা নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই বেশী নির্যাতিত হন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের সবিনয়ে বলি যারা আপনাদের সুখে রাখার জন্য প্রাণপাত করেছেন সেই পিতৃ প্রজন্মকে একটু সুখে ও আনন্দে রাখতে তাদের প্রতি একটু ধৈর্য্যশীল ও যত্নশীল হবেন। প্রবীন বন্ধুরাও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন। তবে নির্যাতীত হলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেন। প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য চাইবেন।

মনে রাখবেন, আগামী ৩০শে জুলাই আমাদের সংস্থার একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা, যদি সদস্যপদ ইতিমধ্যে নবীকরণ না করিয়ে থাকেন তবে তা অবশ্যই করিয়ে নেবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন, ভাল থাকুন। আসুন সবাই মিলে ভাল থাকি।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদনে যাঁরা ইতিমধ্যে সাড়া নিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা আমরা ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও মে ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি।

এরপর থেকে আরও যাঁরা দান করেছেন তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রকাশিত হল ঃ-

ক্রমিক নং	ঠিকানা	টাকা
	ইতিপূর্বে সংগ্রহের পরিমান	১,৮৬,১৯১.০০
১০৩) ডাঃ সুবীর কুমার দত্ত	২ রামচন্দ্র দাস রোড কোলকাতা - ১৩	৫,০০০
১০৪) শ্রী তপন কুমার মিত্র	১নং আর. কে ঘোষাল রোড, কসবা - কোলকাতা - ৪২	১,০০০
১০৫) শ্রীমতী কল্পনা মুখার্জী	এইচ-৪, ২৬৭ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, - কোলকাতা - ৩৩	৫০০
১০৬) শ্রী সমরেন্দ্র নাথ মুখার্জী	এইচ-৪, ২৬৭ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, - কোলকাতা - ৩৩	৫০০
১০৭) শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার	জি - ৩৫ ব্রহ্মপুর (দক্ষিণ) কোলকাতা - ১৫৪	৫০০
১০৮) শ্রীমতী রিতা সাহা	পি - ২০ উষা পার্ক, কোলকাতা - ৮৪	৫০০
১০৯) শ্রীমতী রানী চ্যাটার্জী	পোদ্দার পার্ক, গভঃ স্টেট, কোলকাতা - ৪৫	৫০১
১১০) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী	এ-১/ডি, রামগড়, কোলকাতা - ৪৭	৫০১
১১১) শ্রী অজিত কুমার বর্মন	ই-৮১এ বাঘাযতীন, কোলকাতা - ৮৬	২৭০
১১২) শ্রীমতী শ্যামলী সরকার	১৮৮/২৩এ/১ পি. এ. শাহ রোড, কোলকাতা - ৪৫	২৫০
১১৩) শ্রীমতী গীতা দেব অধিকারী	৯/৩৪, বিজয়গড়, কোলকাতা - ৩২	২০০
১১৪) শ্রীমতী প্রভাতী খাস্তগীর	৪নং গ্রাহাম রোড, কোলকাতা - ৪০	২০০
১১৫) শ্রী প্রদীপ কুমার দাস	২১/এ এম. এন. সেন লেন, কোলকাতা - ৪০	১০০
১১৬) শ্রীমতী নিলীমা ধর	ওয়াই - ১৬ পঞ্চসায়র, কোলকাতা - ৯৪	২০০
১১৭) শ্রীমতী রুমা সামন্ত	১৩০ মধুসূদন পাল চৌধুরী লেন, হাওড়া - ৭১১১০১	১০০
১১৮) শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়চৌধুরী	৩৬০/৯ জি.টি. রোড, সালকিয়া নর্থ, হাওড়া - ৬	১০০
১১৯) শ্রীমতী শুক্লা রায়চৌধুরী	জি-৩, ও ডি, আর. সি, বেহালা - কোলকাতা - ৩৮	১০০
১২০) শ্রী নির্মল সমাদ্দার	পোদ্দার নগর - কোলকাতা - ৬৮	৭০
১২১) শ্রীমতী মঞ্জুলা চ্যাটার্জী	এ এ-৮, বিবেকানন্দ, হাউজিং সোসাইটি, পোষ্ট - ঘূর্ণী - কল- ৫৯	৫০
	মোট	১,৯৬,৮৩৩.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethunæ±ō Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045. Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in